তারিখ : ২২ জানুয়ারি, ২০১৪

ব্যর্থ কংগ্রেস, অ্যানার্কিক আপ ও অস্তিত্বহীন তৃতীয় ফ্রন্ট

শ্রী অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

গত কয়েকদিনে দেশের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক অবস্থা পরিস্ফুট হয়েছে। অবস্থা দেখেশুনে প্রতীয়মান, আমাদের অর্থাৎ বিজেপির কাছে ভবিষ্যৎ বেশ উৎসাহব্যঞ্জক।

কংগ্রেস দল স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। গত কয়েক বছরে ইউপিএ জোটের ভূমিকা একেবারেই নড়বড়ে ও হতাশাজনক। বিভিন্ন নির্বাচনী ফল থেকে স্পষ্ট হয়েছে, জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে ও ২০১৪-র নির্বাচনী দৌড়ে জোটের সমস্ত নেতাই শ্রী নরেন্দ্র মোদীর থেকে অনেক পিছিয়ে। কংগ্রেস অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেস পায়ের তলায় জমি হারাতে পারে। ২০০৯-এ বেশিরভাগ তারা যে আসন পেয়েছিল তা পাবে কিনা সন্দেহ। ভোট যত এগিয়ে আসবে বিজেপির সর্বাগ্রে থাকার সুবিধা আরও মজবুত হবে। যে সব এলাকায় বিজেপির জোর কম সেখানেও তাদের ভোটের হার বাড়বে। তামলিনাড়ু, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে যেখানে বিজেপির প্রভাব কম সেখানেও দলের ভোট বাড়ছে বলে সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে। ভোট প্রায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো হওয়ায় মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য ঢেউ আরও বাড়বে।

বিজেপির চিরাচরিত সমালোচকরা আগে কংগ্রেসের পিছনে থাকতেন। বিজেপি অথবা মোদীকে কংগ্রেস থামাতে পারবে এমন সম্ভাবনা নেই দেখে তাঁরা আশাহত। সাময়িক ভাবে তাঁরা ভেবেছিলেন বিজেপির উত্থানকে রুখতে পারবে আপ। রাজনীতিতে এক সপ্তাহ অত্যন্ত দীর্ঘ সময়, এই প্রবাদে প্রত্যয় জাগিয়েছিল আম আদমি পার্টি। তারা যে অগ্রহণযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন তার প্রমাণ দিয়েছে। এসএইচও-কে বদলি না করার জন্য সাধারণতন্ত্র দিবসের উদযাপনে তারা বাধা দিতে পারে। আপ-কে কীভাবে মোকাবিলা করবে তা নিয়ে অথৈ জলে পড়েছে কংগ্রেস। তারা সমালোচনা করতে প্রস্তুত কিন্তু আঘাত দিতে নয়। শেষ পর্যন্ত দুর্বল শর্তে আপ রাজি হয়েছে। আপ-এর দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও কংগ্রেসের আত্মসমর্পণের ঘটনায় কেন্দ্রে একটি দলের মজবুত সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা জোরদার হয়েছে।

বর্তমান প্রবণতা থেকে ইঙ্গিত মিলেছে, আগামী লোকসভায় একটি দল অনায়াসে তিন সংখ্যার গরিষ্ঠতা পাবে। অগ্রবর্তী ও পরবর্তী দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসন পার্থক্য দাঁড়াবে। বাকিরা পাবে

গরিষ্ঠতা পাবে। অগ্রবর্তী ও পরবর্তী দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসন পার্থক্য দাঁড়াবে। বাকিরা পাবে মুষ্ঠিমেয় আসন। তখন কে তাহলে সরকার গড়বে? এই প্রশ্নের উত্তরই ঠিক করে দেবে ভোটারদের পছন্দ। দেশ কী চায় অসংখ্য ক্ষুদ্র দলের সমষ্টি নিয়ে একটি সরকার হোক? এর জবাব সেই অনিবার্য উপসংসারে পৌঁছে দেয় যে, দেশ চায় দায়িত্বপূর্ণ শাসন, রাজনৈতিক স্থিরতা ও পুনরুজ্জীবিত অর্থনীতি। দেশ চায় বিনিয়োগ প্রক্রিয়া চাঙ্গা হোক। এই সব ভাবনার সুবিধা পাবে পুরোভাগে থাকা দলই। বিজেপি ও মোদীর ঢেউয়ে অবদান থাকবে ব্যর্থ কংগ্রেস, অ্যানার্কিক আপ ও অস্তিত্বশূন্য তৃতীয় ফ্রন্টের।।